প্রথম আলো

তারিখ 27 SEP 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারি টাকায় সাংসদের নিজের নামে কলেজ

মীর মাহমুদুল হাসান, নীলফামারী ●

নীলফামারীর ডিমলায় জাতীয় পার্টির (জাপা) এক সাংসদের বিরুদ্ধে নিজের নামে কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে সরকারি টাকা অপচয়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ছেলেমেয়েদের চাকরি দেওয়ার শর্তে কলেজটির জন্য স্থানীয় লোকজন প্রায় দুই একর জমি লিখে দিয়েছেন। কিন্তু দুই বছরেও কলেজটি না হওয়ায় তাঁরা হতাশা প্রকাশ করেছেন।

স্থানীয়দের কাছ থেকে জমি নেওয়ার কথা স্বীকার করলেও চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন নীলফামারী-১ আসনের (ডোমার-ডিমলা) সাংসদ জাফর ইকবাল সিদ্দিকী। তিনি বলেন, 'তাঁরা কোনো শর্ত ছাড়াই কলেজের নামে জমি লিখে দিয়েছেন।'

> ❝ সরকারি অর্থ ব্যয়ে ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠান করা যায় না
>
> **নরেশ চন্দ্র রায়**
> সনাক নীলফামারীর সভাপতি

এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রায় দুই বছর আগে সাংসদ 'রামডাঙ্গা জাফর ইকবাল সিদ্দিকী কৃষি কলেজ' নামে কলেজটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। এরপর জেলা পরিষদের আড়াই লাখ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দেড় লাখ টাকায় সেখানে ভবনের দেয়াল ওঠে। কর্মসৃজন কর্মসূচির শ্রমিকেরা কলেজের মাঠে মাটি ভরাটের কাজ করেন। কিন্তু দুই বছরেও পূর্ণাঙ্গ কলেজ হয়নি।

সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) নীলফামারী জেলার সভাপতি নরেশ চন্দ্র রায় *প্রথম আলোকে* বলেন, 'জনগণের সঙ্গে সাংসদ সম্পূর্ণ অনৈতিক ও প্রতারণামূলক কাজ করেছেন। সরকারি অর্থ ব্যয় করে ব্যক্তির নামে কোনো প্রতিষ্ঠান করা যায় না।'

রামডাঙ্গা গ্রামের আবু সাঈদ বলেন, 'আমার বাবা আনছার আলী ওই কলেজের নামে ৪৮ শতাংশ জমি লিখে দিয়েছেন কলেজে আমার একটা চাকরি দেওয়ার শর্তে। এখন কলেজেরই খবর নেই, চাকরি দেবে কোত্থেকে?' আক্ষেপ করে আবু সাঈদ বলেন, কলেজের নামে যে জমি লিখে দেওয়া হয়েছে, সেটা এখন ফেরত পাওয়া যাচ্ছে না। ওই জমিতে এমনভাবে বালু তোলা হয়েছে, সেখানে কোনো কিছু চাষ করাও সম্ভব নয়।

ওয়াহেদুল ইসলাম নামের গ্রামের এক বাসিন্দা বলেন, 'কৃষি কলেজে নাকি অনেক লোক লাগবে, সে জন্য সবাইকে চাকরি দেওয়ার কথা বলে কলেজের নামে জমি লিখে নিয়েছে। এত দিন সেখানে একটা সাইনবোর্ড ছিল, এখন সেটাও নেই। আর এমপি সাহেবও এখন এলাকায় আসেন না।'

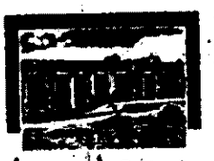

এদিকে নীলফামারী জেলা পরিষদের মাধ্যমে '২০০৯-১০ অর্থবছরে কলেজ' উন্নয়নের নামে আড়াই লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। দরপত্র অনুযায়ী ঠিকাদার মারুজান উল আলমকে গত বছরের ৬ মার্চ কার্যাদেশ দেওয়া হয়। ১৩ মার্চ কাজ শুরু করে ওই বছরের ১৩ জুনের মধ্যে ভবনের দেয়াল তুলে কাজ শেষ করেন ঠিকাদার।

জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুর রশীদ বলেন, 'এমপি সাহেবের বিশেষ বরাদ্দের দুই লাখ ৫০ হাজার টাকায় দরপত্রের মাধ্যমে কাজটি করা হয়েছে। এটা এমপি সাহেবের বিশেষ বরাদ্দের হওয়ায় এর জন্য কোনো অনুমোদন প্রয়োজন হয় না।' ভবনটি সম্পূর্ণ না করা প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের এই কর্মকর্তা বলেন, 'আড়াই লাখ টাকায় যতটুকু করা যায়, আমরা ততটুকুই করে দিয়েছি।'

একইভাবে ডিমলা উপজেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয় থেকে ২০১০-১১ অর্থবছরে ওই কলেজের উন্নয়নকাজে দেড় লাখ টাকা ব্যয় করা হয়। একই সময় সরকারের ৪০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচির দুই শতাধিক শ্রমিক সেখানে মাটি ভরাটের কাজ করেন।

সদ্য বদলি হওয়া ডিমলা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মজিবর রহমান বলেন, 'এমপি সাহেবের নির্দেশে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সেখানে প্রকল্প দিয়েছেন। আমরা বাস্তবায়ন করেছি। আমরা এমপি স্যারদের ওপর কথা বলতে পারি না।'

সাংসদ জাফর ইকবাল সিদ্দিকী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কলেজটির এখনো অনুমোদন পাওয়া যায়নি। কিছু লোক সেখানে নিয়োগ-বাণিজ্য শুরু করেছে—এ কথা জানার পর কলেজের সব কার্যক্রম স্থগিত রেখেছি।' সরকারি টাকা কলেজের পেছনে ব্যয় করার কথা স্বীকার করে সাংসদ বলেন, 'এর নিয়মকানুন সম্পর্কে আমার জানা নেই।'